উন্নত পদ্ধতিতে মরিচের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল বীজ ব্যবহারের উপকারীতা

- ভাল বীজ ব্যবহারের উপকারীতা
- অংকুরোদগম এর হার বেশী হবে
- রোগমুক্ত সুস্থ সবল চারা ব্যবহার করবো
- বীজবাহিত রোগের আক্রমণ কম হবে
- তুলনামূলকভাবে অল্প খরচে মরিচ উৎপাদন করা যাবে
- সার্বিকভাবে ফলন বেশি এবং লাভ বেশি হয়

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল বীজের বৈশিষ্ট্য/গুণাগুন

- অপুষ্ট ও ভাঙা বীজ নির্বাচন করবো না
- পোকা খাওয়া ও রোগাক্রান্ত বীজ পরিহার করবো
- বীজ চকচকে ও পরিষ্কার করে বাঁছাই করবো
- নির্দিষ্ট জাতের বীজের সাথে অন্য জাত মেশাবো না
- অপরিচিত উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করবো
- শতকরা ৮০ ভাগ গজানো বীজ সংগ্রহ করবো
- বীজে ৬-৮% আর্দ্রতা থাকতে হবে, দাঁতে দিলে ‘কট’ করে শব্দ হবে

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল বীজের জন্য প্রয়োজন ভাল মরিচ (বীজ মরিচ), ভাল বীজ মরিচের বৈশিষ্ট্য

- ফল পরিপক্ক এবং পরিমিত শুকাবো
- আদ্রতা-৮-১০% হলে ভাল হবে
- ছত্রাক / ফাংগাল সংক্রমণ হওয়া এড়িয়ে যাবো
- মরিচের গায়ে বালি থাকতে দেব না
- মরিচের গায়ে ফটকা হতে দেব না
- মরিচের গায়ে কালো রং হতে দেবো না
- বোঁটাযুক্ত মরিচ হতে হবে

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল বীজ মরিচ পেতে করণীয়

ভাল জমি নির্বাচন করতে হবে, যেখানে-

- পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে এবং চারিদিক খোলা থাকে
- সাধারণত উঁচু, যেখানে পানি জমে না এবং সেচ এর সুব্যবস্তা আছে
- তুলনামূলক উর্বর জমি
- কৃষক সাবসময় দেখাশোনা করতে পারে
- খুব কাছাকাছি জমিতে একই পরিবারের ফসল যেমন- মরিচ/বেগুন চাষ করা হয় নাই

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল জাত নির্বাচন

- মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য জাত নির্বাচন গুরূত্বপূর্ণ বিষয়
- যে জাতটির ফলন ও বাজার মূল্য বেশী এবং মানসম্পন্ন বীজ পাওয়া যাবে সেই ধরনের জাত বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করবো
- বগুড়ার স্থানীয় জাতের মরিচকে মাপদন্ড ধরা যেতে পারে,কারণ এ মরিচের চাহিদা ও বাজার মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশী
- এই মরিচের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো চিকন, লম্বা ও ফল পাকলে উজ্জল লাল টকটকে রঙ্গের হয় এবং ঝাল বেশী
- এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অধীনে মসলা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত মরিচের তিনটি জাত আছে (বারি মরিচ-১, ২ এবং ৩)
- এ মরিচের জাতগুলো বগুড়া স্থানীয় মরিচের অনুরুপ

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

পৃথকীকরণ / দূরত্ব

- মরিচ একটি পর-পরাগায়িত ফসল। মরিচের দুটি ভিন্ন জাতের মধ্যে যাতে করে পরাগায়ন না হয় সেই জন্যে দুটি ভিন্ন জাত পাশাপাশি চাষ করতে হলে অবশ্যই নিদিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চাষ করবো
- মরিচের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ দূরত্ব ৪০০-৫০০ মিটার রাখবো
- এ দূরত্বে চর এলাকায় মরিচ বীজ উৎপাদন করা সম্ভব

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

রোগিং

রোগিং এর অর্থ হলো অনাকাংখিত গাছকে জমি থেকে সরিয়ে ফেলা বা উঠিয়ে ফেলা। মরিচ উঁচু মাত্রার পর-পরাগায়িত ফসল (Cross pollinated crop) যার ফলে মরিচের ভিন্নতা (Variation) অনেক বেশী। এই কারণে মরিচের মানসম্পন্ন বীজ ও জাতের বিশুদ্ধতার রক্ষার জন্য রোগিং এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবো। মরিচ ফসলের তিন ধাপে রোগিং করবো। যথাঃ

(ক) গাছের দৈহিক বৃদ্ধি পর্যায়

(খ) ফল ধরার সময়/ পড ফর্মেশনের সময় ও

(গ) পড সংগ্রহ/ পাকা মরিচ উঠানোর সময়।

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল গাছ নির্বাচন

মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বা জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য গাছ নির্বাচন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গাছ নির্বাচনের সময় অবশ্য খেয়াল রাখবো যেন,

- যে গাছটি নির্বাচন করা হয়েছে সেটিই প্রয়োজন কিনা
- প্রয়োজনীয় গাছটি অবশ্যই রোগ জীবানু ও পোকা-মাকড় মুক্তভাবে বাঁছাই করবো
- গাছের বৃদ্ধি স্বাভাবিক আছে কিনা খেয়াল রাখবো
- গাছে ফল আসার ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল ধরা/পড ফর্মেশন করবো
- এই সময় গাছে ফলা ফলের আকার-আকৃতি, ফলের দৈর্ঘ্য এবং রং এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় গাছটিকে পুনরায় নির্বাচন করবো
- নির্বাচিত গাছটিকে টেগ দ্বারা চিহ্নিত করে মশারীর নেট দিয়ে ঢেকে দেবো যাতে করে নিজেদের মধ্যেই পরাগায়ন হয়
- নির্বাচিত গাছে যদি পোক-মাকড় (থ্রিপস/মাইট) বা রোগ জীবানু লক্ষ্য করা যায় তবে সেই গাছটিকে সরিয়ে ফেলবো

M4C
MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল ফল নির্বাচন

মরিচ একটি উঁচু মাত্রার পর-পরাগায়িত ফসল (Highly cross pollinated crop) ফলে বছরের পর বছর পাশাপাশি জমিতে বিভিন্ন উন্নত জাত/স্থানীয় উন্নত জাতের মরিচ চাষের ফলে পর-পরাগায়ন (Cross pollination) হওয়ার কারণে গাছের মধ্যে/ফলের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়। সেই জন্য

- যে ফলগুলো শুরুতে ধরে ও পাকা সেটি নির্বাচন করবো
- নির্দিষ্ট নির্বাচিত প্রয়োজনীয় গাছ থেকে কাংখিত ফল নির্বাচন করবো
- ফল নির্বাচনের সময় যে ফলটি কাংখিত ও সোজা (Straight) সেই ফল সংগ্রহ করবো
- ফলের নীচের দিকে আঁকা-বাঁকা নয় এমন ফল নির্বাচন করবো
- ফলগুলো লম্বা হতে হবে এবং রোগ এবং পোকা-মাকড়ের আক্রমন থেকে মুক্ত রাখবো
- সবগুলি ফল সম আকৃতির এবং উজ্জল লাল রংয়ের হলে ভাল হয়
- ফলে কোন দাগ থাকলে তা নেবো না।

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল ফল সংগ্রহ

- গাছের নীচের দিকের ১০০ভাগ লাল এবং পাকা ফল সংগ্রহ করবো
- মরিচ বীজের জন্য গাছের মাঝামাঝি অংশ থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় জোয়ারের মরিচ সংগ্রহ করবো
- রৌদের দিনে উত্তোলন করলে মরিচের গুণগতমান ভাল থাকবে এবং তাতে বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যাবে
- একবারে জমির সব মরিচ না তুলে বার-বার পাকা দেখে তুলবো
- বোঁটা ধরে তুলবো যেন ফলে আঘাত না পায় এবং ছিড়ে না যায়
- সতর্কতার সঙ্গে পরিবহন করবো, যেন মরিচ ভেঙ্গে না যায়
- পাকা ফল সংগ্রহ করার পর ছায়া যুক্ত স্থানে ৮-১০ ঘন্টা স্তুপ করে রাখবো যেন সব ফল সমানভাবে পাকে
- অন্যান্য মরিচ থেকে আলাদা রাখবো

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

বীজ মরিচ শুকানো

- চট/পুরাতন কাপড়/ত্রিপলে শুকাবো
- শুকানোর সময় মরিচ পাতলা করে বিছিয়ে দিবো
- অন্যান্য মরিচ থেকে আলাদা শুকাবো
- শুকানোর সময় সতর্ক থাকবো যেন, ভেঙ্গে/মুচরে/আঘাতে বোটা মুক্ত না হয়
- ৭-৮ দিনের রোদে শুকাবো, যেন আর্দ্রতা ১০-১২ ভাগে পৌছায়
- তাছাড়াও মরিচ ৬৫°প তাপমাত্রার গরম পানির মধ্যে ৩ মিনিট যাবৎ রাখবো এতে ফলের Pedicele এবং calyx ঝরে পড়ে এবং শুকানোর সময়টা কম করে ফলে মরিচের রং ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং সংগ্রহের পরের ক্ষতি কমিয়ে দেয়
- মসলা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক আবিষ্কার করা মরিচ শুকানোর গধপযরহব ব্যবহার করে ৫০০প তাপমাত্রায় ১৪-১৬ ঘন্টায় মরিচ শুকাবো

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

ভাল বীজ পেতে করণীয়

বীজ সংরক্ষণ

- পরিষ্কার তৈলের টিন/বৈয়াম বা বাতাস ছাড়া পাত্র নিবো/দুই ধাপ বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ও টিনের পাত্রের মধ্যে পলিথিন দিয়ে তার ভিতর মরিচ রাখলে মরিচের রং ও গুণগতমান ভাল থাকবে
- মরিচ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মরিচের বোঁটা যেন মরিচ থেকে আলাদা না হয়ে যায় সে দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখবো। বোঁটা মরিচ থেকে আলাদা হয়ে গেলে মরিচের বীজ বের হয়ে যাবে
- রোদে শুকানো মরিচ ৩০ মিনিট ঠান্ডা করবো এবং পাত্রে ঢাকনি পর্যন্ত পূর্ণ করে রাখবো
- ঢাকনি খুব ভালো করে আটকাবো যেন পাত্রে বাহির থেকে বাতাস প্রবেশ না করে
- যদি পাত্রটি মরিচ দ্বারা পূর্ণ না হয় সে জন্য এক টুকরো চারকোল/কাঠের কয়লা/ভাজা চাউল/মুড়ি পাতলা কাপড় দ্বারা বেঁধে মরিচের উপর রাখবো যেন তা পাত্রের ভিতরের আর্দ্রতা শোষণ করে রক্ষিত বীজ ও মরিচ ভালো রাখে

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

বীজ শোধন

- বীজ বাবদ খরচ কমায়
- অংকুরোদগম এর হার বেশী হয়
- বীজ বাহিত রোগের আক্রমণ থাকে না
- চারা সুস্থ-সবল এবং অন্যান্য রোগের আক্রমণ কম হয়
- কৃষকের মোট উৎপাদন ব্যয় কমায়
- সার্বিকভাবে ফলন বেশি হয় এবং কৃষকের লাভ বেশি হয়

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS

বীজের অংকুরোদগম

- বীজ সংগ্রহের পর রোদ্রে ২০-৩০ মিনিট শুকাবো এবং শুকানো বীজ ১০ মিনিট ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করবো
- বীজগুলো পানিসহ পুরাতন চটের বস্তা দ্বারা হালকা করে ঘষবো যেন বীজের উপর থেকে পিচ্ছিল আবরণ উঠে যায়
- বীজগুলো পরিস্কার করে নিয়ে, পরিস্কার পানিতে ২৪-৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবো
- পানি হতে বীজসমূহ উঠিয়ে একটি পরিস্কার বাশেঁর ডালিতে ২০ মিনিট রেখে বীজসমূহ হালকা শুকাবো
- ০১ লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম ভিটাভেক্স/বাভিষ্টিন ডি এফ/প্রোভেকস/নীম পাতা রস/জামপাতা রস/আদারস + গোচানা/ট্রাইকোডার্মা দ্রবণে ২০-৩০ মিনিট বীজ ভিজিয়ে রেখে বীজ পরিষ্কার করবো
- শোধিত বীজ পরিস্কার পাতলা কাপড় দ্বারা ৩৬-৭২ ঘন্টা বেঁধে রাখলে বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা করা যায়

MAKING MARKETS WORK FOR THE CHARS